মূল বইয়ের অতিরিক্ত অংশ

নবম অধ্যায়: সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১

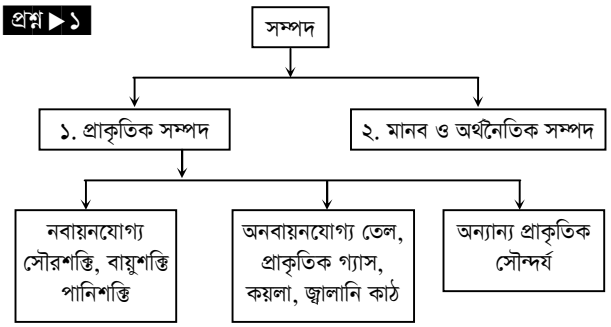

◀ *শিখনফল-১*

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. সূর্যকিরণ ও বাতাস সম্পদ নয় কেন? ২

গ. নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারেই সম্পদ সংরক্ষিত হয়– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় তাই সম্পদ।

খ সূর্যকিরণ ও বাতাসের বিনিময় মূল্য না থাকার কারণে এগুলো সম্পদ নয়। অবাধলভ্য দ্রব্য সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। অর্থাৎ যেসব দ্রব্য সহজে লাভ করা যায় এবং যার যোগান অসীম তা সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। সূর্যকিরণ ও বাতাসের উপযোগ আছে কিন্তু এর যোগান অসীম। ফলে সূর্যকিরণ ও বাতাসকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

গ সম্পদ দুই প্রকার। যেমন– নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন– নবায়নযোগ্য সম্পদ বলতে সেই সব সম্পদকে বোঝায় যা মূলত পুনঃসংগঠনশীল, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল। যেমন- জলবিদ্যুৎ হচ্ছে নবায়নযোগ্য সম্পদ।

যে সম্পদ খুব ধীর গতিতে সৃষ্টি হয়, ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে পারে এবং সরবরাহের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, সেগুলোকে অনবায়নযোগ্য সম্পদ বলে। যেমন কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি।

ঘ নবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্পদ সংরক্ষিত হয়। কথাটি যুক্তিযুক্ত। উল্লিখিত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায় নিম্নরূপ:

উল্লিখিত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায় নিম্নরূপ:

সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ প্রাকৃতিক সম্পদের এমনভাবে ব্যবহার, যাতে ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের দীর্ঘসময়ব্যাপী সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। অর্থনীতিবিদদের মতে সম্পদ অসীম নয় সসীম। তাই সম্পদ ব্যবহারের উত্তম ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি।

উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি সম্ভবপর। অনবায়নযোগ্য সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে পারে। যেমন— তেল পোড়ানো। কিন্তু নবায়নযোগ্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ এবং পানি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহৃত বস্তুকে রিসাইক্লিং করে পুনরায় সম্পদরূপে ব্যবহার করা যায়। এতে সম্পদের অপচয় কম হয়।

সম্পদের বাছাইকরণের মাধ্যমে অর্থাৎ একের পরিবর্তে অন্যটির গুরুত্ব অনুধাবনে সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অনবায়নযোগ্য সারের প্রয়োগে প্রাথমিকভাবে ফলন বাড়লেও পরবর্তীতে অধিক সারের প্রয়োগে জমির ক্ষতি সাধিত হয়। এক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জৈবিক সম্পদের বৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করতে হবে। কৃষি মৃত্তিকা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকমের মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— সোপান চাষ। এছাড়া অকৃষি অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে সংরক্ষণ করা যায়। সর্বোপরি ভূমি, পানি, বিভিন্ন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশ্ন ▶২ কয়লা খনিতে কাজ করার সময় রুমন একটি বস্তু খুঁজে পায়। পরবর্তীতে জানা যায়, এ ধরনের বস্তুর সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে একটি জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে। ◀ *শিখনফল-১*

ক. সম্পদ কী? ১

খ. সূর্যকিরণ ও বাতাস সম্পদ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বস্তুকে সম্পদে হিসেবে পরিগণিত করতে হলে কী কী গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রুমনের আবিষ্কৃত বস্তুর সুষ্ঠু ব্যবহার করে কীভাবে অথনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করা যায়? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যা কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় তাই সম্পদ।

খ সূর্যকিরণ ও বাতাসের বিনিময় মূল্য না থাকার কারণে এগুলো সম্পদ নয়।

অবাধলভ্য দ্রব্য সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। অর্থাৎ যেসব দ্রব্য সহজে লাভ করা যায় এবং যার যোগান অসীম তা সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। সূর্যকিরণ ও বাতাসের উপযোগ আছে কিন্তু এগুলোর যোগান অসীম। ফলে সূর্যকিরণ ও বাতাসকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

গ উদ্দীপকের বস্তু বা পদার্থকে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত করতে হলে তার স্বতন্ত্র কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। নিচে সম্পদের বৈশিষ্ট্য বা গুণ উল্লেখ করা হলো-

১. সম্পদের উপযোগিতা থাকতে হবে অর্থাৎ অভাব পূরণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

২. সম্পদের কার্যকারিতা বা কাজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। যেমন পানিকে যখন সেচের কাজে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখনই তা সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সম্পদের প্রয়োগযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। অর্থাৎ একটি বস্তু থেকে অনেক কিছু তৈরি করা যায় এবং তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলে তা সম্পদ। যেমন পানি থেকে বিদ্যুৎ যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। তাই পানি সম্পদ।

৪. সম্পদের চাহিদা সবার নিকট থাকতে হবে। চাহিদা থাকলেই তা সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

৫. সুগম্যতা অর্থাৎ সবার নিকট পৌঁছানো সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন— যদি কোনো সমুদ্রের গভীর নিচে পড়ে থাকা বস্তুকে তোলা সম্ভব না হয় অর্থাৎ মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না হয় তাহলে এটি সম্পদ নয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আবিষ্কৃত বস্তুটিতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলো বিদ্যমান থাকলেই কেবল তা সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঘ রুমনের আবিষ্কৃত বস্তুটি সম্পদ হিসেবে পরিগণিত। সম্পদকে সঠিকভাবে এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদকে নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এগুলোর মধ্যে অনবায়নযোগ্য সম্পদ সীমিত। যেমন— খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, লৌহ আকরিক প্রভৃতি। এগুলো মানবজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দান করতে পারে। তাই এ সীমিত সম্পদকে কীভাবে বারবার ব্যবহার করা যায় সেসব প্রযুক্তির বিষয় জানতে হবে এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদের বিপরীতে যদি নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করা যায় তাহলে সম্পদের অনেক ঘাটতি নিরসন হবে।

আবার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে যদি একটি সম্পদের বারবার ব্যবহার করার পদ্ধতি জানা যায় এবং তা প্রয়োগ করা যায় তাহলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হবে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করা যাবে।

সুতরাং উপযুক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, আবিষ্কৃত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অসচেতনভাবে সম্পদ ব্যবহার না করলে অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

প্রশ্ন ▶৩ দোকানদার, কামার, শিক্ষক, কৃষক, ব্যবসায়ী, নার্স এরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে আবার কেউবা তার আকার পরিবর্তন করে। *◀ শিখনফল-২, ৪*

ক. সংরক্ষণের অপর নাম কী? ১

খ. সূর্যকিরণ সম্পদ নয় কেন? ২

গ. কীভাবে তাদের ব্যবহৃত সম্পদ সংরক্ষণ করা যায় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপক অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পৃথক পূর্বক বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংরক্ষণের অপর নাম জীবনাচরণ।

খ যে সমস্ত দ্রব্য আমাদের অভাব পূরণ করতে পারে, যাদের যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ, যার উপযোগ আছে এবং বিনিময় মূল্য আছে তাকে সম্পদ বলে।

সূর্যকিরণের উপযোগ আছে, কিন্তু এর বিনিময় মূল্য নেই। এর যোগান অসীম। এই কারণে সূর্যকিরণ সম্পদ নয়।

গ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ বিভিন্নভাবে সম্পদ ব্যবহার করে। তাদের ব্যবহৃত সম্পদ বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা যায়। নিম্নে সম্পদ সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করা হল:

১. সম্পদ ব্যবহারের উত্তম ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২. নবায়নযোগ্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ এবং পানিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না।

৩. বিভিন্ন ব্যবহৃত বস্তুকে রিসাইক্লিং করে পুনরায় সম্পদরূপে ব্যবহার করা যায়, এতে সম্পদের অপচয় কম হয়।

৪. সম্পদের বাছাইকরণের মাধ্যমে সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৫. জৈবিক সম্পদের বৃদ্ধি সাধনের ব্যাপারটি চিন্তা করা যায়।

৬. কৃষি মৃত্তিকা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকমের মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন সোপান চাষ, শস্য আবর্তন।

৭. অকৃষি অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে সংরক্ষণ করা যায়।

ঘ উল্লেখিত শ্রেণিপেশার ব্যক্তিদের মধ্যে কৃষক প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, কামার দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং দোকানদার, নার্স, শিক্ষক ব্যবসায়ী তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে জড়িত। নিম্নে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হলো :

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি: প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি: দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রিকে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে।

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি: তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্য ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶৪ বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিচিত্র সব মানুষের কর্মকান্ড। কেউ পশুপালন করে, কেউ যন্ত্রপাতি তৈরি করে, কেউবা উক্ত কর্মকান্ডের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সবই অর্থনীতি সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড। *◀ শিখনফল-৪ ও ৫*

ক. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী? ১

খ. ২য় ও ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে পার্থক্য লিখো। ২

গ. উপরে বর্ণিত কর্মকান্ডগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকান্ডের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা যায় বলে তুমি মনে করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, বিনিময় এবং ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোন মানবীয় আচরণের প্রকাশই অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

খ ২য় ও ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির পার্থক্য নিম্নরূপ :

২য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি	৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি
১. ১ম পর্যায়ের উৎপাদিত বস্তুসমূহের আকার পরিবর্তন ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে ২য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।	১. ১ম ও ২য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।
২. রন্ধনকার্য থেকে আরম্ভ করে জটিল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ সকল কার্যই ২য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্য।	২. সকল প্রকার সেবাকার্য হচ্ছে ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকান্ডগুলো ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উদাহরণ :

১ম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি : এই কর্মকান্ডটিতে মানুষ সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করে। যেমন— পৃথিবীর বুক হতে খনিজ উত্তোলন। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে, প্রকৃতি এই বীজ অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে জড়িত। যেমন— পশুপালন বা শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই ইত্যাদি।

২য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি : ২য় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার ১ম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। যেমন— খনিজ লৌহ আকরিক উত্তোলন করে তা থেকে লৌহ শলাকা, পেরেক, টিন ইত্যাদিতে পরিণত করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি: তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্যাবলি ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে ১ম ও ২য় পর্যায়ের কার্যাবলি হতে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। এটা হতে পারে ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদির মাধ্যমে। পাইকারী বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ব্যাংকার, শিক্ষক, নার্স প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার জনসমষ্টির কার্যাবলি ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে ১ম পর্যায়, ২য় পর্যায় ও ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে।

পৃথিবীর সবদেশে একই রকম কার্যাবলি প্রচলিত নয়। অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে বিশ্বকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ ১ম পর্যায়ের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। যেমন— বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভূটান, নেপাল ইত্যাদি দেশ এসব দেশের লোকজন কৃষি কার্য, মৎস্যশিকার, পশুপালন, কাঠ আহরণ ও কায়িক শ্রমে নিয়োজিত।

উন্নত বিশ্বের যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, ইতালি, জার্মানী, স্পেন, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি শতকরা ৮০ ভাগের উপরে মানুষ ২য় ও ৩য় পর্যায়ের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। যেমন— কারখানার শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্স, ব্যবসায়-সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদিতে নিয়োজিত রয়েছে। এসব দেশে শিক্ষার হার জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶৫ কৃষক মনির মিয়া তার জমিতে আখ চাষ করে। উৎপন্ন আখ বাজারের পাইকারি ক্রেতা হারু মিয়ার কাছে বিক্রি করে। হারু মিয়া সেগুলো সুগার মিলে বিক্রি করে, তা থেকে সেখানে চিনি তৈরি হয়। আবার বাজার থেকে সেই চিনি আবুল মিয়া ক্রয় করে মিষ্টান্ন সামগ্রী তৈরি করে।

◀ শিখনফল-৪ [লালমোহন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভোলা]

ক. প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী? ১

খ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের কোনটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অর্থনৈতিক কার্যাবলির তিনটি পর্যায়ই বিদ্যমান- বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি নিয়োজিত থেকে যেসব কার্যাবলি করে তাই প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

খ অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, বিনিময় এবং ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেকোনো কাজকেই বোঝায়। অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায় এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

গ উদ্দীপকের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিটি হলো আখ থেকে চিনি তৈরি করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন, আকার পরিবর্তন এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। রন্ধনকার্য থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি সবই দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্গত।

উদ্দীপকের প্রথম পর্যায়ে উৎপন্ন আখ সুগার মিলে বিক্রি করা হয়। পরে সে আখ থেকে চিনি তৈরি করা হয়। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে পাওয়া দ্রব্যটির সামগ্রিক গঠন ও আকার পরিবর্তন করে উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাই এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

ঘ উদ্দীপকে অর্থনৈতিক কার্যাবলির তিনটি পর্যায়ই বিদ্যমান।

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে। প্রকৃতি এই চারা বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। উদ্দীপকেও কৃষক জমিতে আখ চাষ করে আখ উৎপাদন করে। এটি প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে মানুষ প্রথম পর্যায়ে পাওয়া দ্রব্যটির আকার পরিবর্তন করে এবং দ্রব্যটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকেও প্রথম পর্যায়ে পাওয়া আখের আকার পরিবর্তন করে চিনি বের করা হয়। ফলে এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্য ব্যাতীত অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবা কার্য সম্পাদন করে। উদ্দীপকে চিনি বাজারে বিক্রি করা অর্থাৎ বাজারজাতকরণ করা হলো তৃতীয় পর্যায়ের কার্য।

সুতরাং আমরা বলতে পারি উদ্দীপকে অর্থনৈতিক কার্যাবলির তিনটি পর্যায়ই বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶৬

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড		
প্রাথমিক পর্যায়ের কর্মকান্ড বা উৎপাদন	দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড বা রূপান্তরকরণ	তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ড বা পরিবহন ও বাণিজ্য

◀ শিখনফল-৪

ক. মানুষ ও প্রকৃতির সরাসরি সংযোগ ঘটে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে? ১

খ. সেবামূলক কার্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. ছকের ধরন অনুযায়ী রূপান্তরকরণ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ছকের কার্যাবলির ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় –ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ ও প্রকৃতি সরাসরি সংযোগ ঘটে প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে।

খ সেবামূলক কার্য তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কাজ।

মানুষ তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে উৎপাদন কার্য ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। এসব দ্রব্য পরিবহন ও ব্যবসা বাণিজ্য ও সেবা ভোগ করে তখন তাকে সেবামূলক কার্য বলে।

গ উদ্দীপকে তিন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রূপান্তর ঘটে না। এখানে মানুষ প্রকৃতির সাথে সরাসরি কাজ করে। যেমন— পশুশিকার, মৎস্য শিকার, পশুপালন, খনিজ উত্তোলন, কৃষিকার্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডে প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডগুলোর রূপান্তর ঘটে। অর্থাৎ খনিজ লৌহ আকরিক উত্তোলন করে লৌহশলাকা, পেরেক, টিন ইস্পাত ইত্যাদিতে রূপান্তর করা হয়। অর্থাৎ বলা যায়,

দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীক গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উযোযোগিতা বৃদ্ধি করে।

তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের রূপান্তর ঘটে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। যেমন— কোনো উৎপাদিত পণ্যের অতিরিক্ত অংশ ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। এটা ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডগুলো হলো পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, পরিবেশক, এজেন্ট, ব্যাংকার, শিক্ষক, আইনজীবী, ধোপা, নাপিত ইত্যাদি যা ১ম ও ২য় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের রূপান্তরিত রূপ।

ঘ উদ্দীপকের ছকের কার্যাবলির ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর বিশ্বকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। যেমন— বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভূটান, নেপাল, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, জাম্বিয়া ইত্যাদি দেশ। এসব দেশের লোকজন কৃষিকার্য, মৎস্য শিকার, পশুপালন, কাঠ আহরণ ও কায়িক শ্রমে নিয়োজিত আছে।

উন্নত বিশ্বের আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এর শতকরা ৮০ ভাগের ওপরে মানুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। যেমন— কারখানার শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, রাজনীতি, গবেষণা ও জনসেবায় নিয়োজিত থাকে। এসব দেশে শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

সুতরাং বলা যায়, ছকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কার্যাবলির ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত— এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৭ নাজিম উদ্দিন একজন মৎস্যজীবী। তার তিন ছেলে মেয়ে। প্রথম ছেলে রফিক একজন ব্যবসায়ী ও দ্বিতীয় ছেলে শফিক একজন কামার এবং মেয়ে সালমা একজন শিক্ষিকা। *◀ শিখনফল-৪*

ক. স্থূল মৃত্যুহার কাকে বলে? ১

খ. বলপূর্বক অভিগমন বলতে কী বোঝ? ২

গ. শফিক ও রফিকের কাজের মধ্যে তুলনা করো। ৩

ঘ. নাজিম উদ্দিন এবং সালমার কাজ কি একই পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নির্দিষ্ট কোনো বৎসরে মৃতের মোট সংখ্যাকে উক্ত বৎসরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় তাকে স্থূল মৃত্যুহার বলে।

খ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপের মুখে কিংবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টির ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে যে অভিগমন করে তাই বলপূর্বক অভিগমন।

গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে বা যুদ্ধের কারণে মানুষ বলপূর্বক অভিগমন করে থাকে। যেমন— রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ।

গ উদ্দীপকের শফিক ও রফিকের কাজ হচ্ছে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রথম পর্যায়ে উৎপাদিত সামগ্রী গঠন আকার পরিবর্তন করে উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্য ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে।

খনিজ লৌহ আকরিক থেকে লৌহশলাকা, পেরেক, টিন, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অন্যদিকে কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃতাংশ ঘাটতি অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। আর এটা সম্ভব হয় ব্যবসা, বাণিজ্য ও পরিবহনের মাধ্যমে যা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি। এছাড়া ফেরিওয়ালা, পরিবেশক, ব্যাংকার, শিক্ষক, চিকিৎসক রিকশাচালক ইত্যাদি কার্যাবলি তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ নাজিম উদ্দিন এবং সালমার কাজ একই পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়।

উদ্দীপকে নাজিম উদ্দিন একজন মৎস্যজীবী, যা প্রথম পর্যায়ের। অন্যদিকে সালমা একজন শিক্ষিকা, যা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। যেমন— কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে। পশুশিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই, পশুপালন ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্য ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। যেমন— ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, শিক্ষকতা, ব্যাংকার, নার্স, আইনজীবী ইত্যাদি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের নাজিম উদ্দিন এবং সালমার কাজ ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাংলাদেশে পাটশিল্প গড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান কারণ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাট, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। *◀ শিখনফল-৬*

ক. অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের শতকরা কত ভাগ লোক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত? ১

খ. টেলিভিশন কারখানা কোন শিল্পের আওতায় পড়ে এবং কেন? ২

গ. আলোচিত শিল্পটি কোন প্রাকৃতিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আলোচ্য শিল্পটি কী কী অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের শতকরা ৮০ ভাগ লোক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ।

খ টেলিভিশন কারখানা মাঝারি শিল্পের আওতায় পড়ে।

ব্যক্তি উদ্যোগ ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় টেলিভিশন কারখানা প্রতিষ্ঠার শুরুতেই প্রায় কোটি টাকার মূলধন প্রয়োজন হয়। এ শিল্পে শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়।

গ আলোচিত পাটশিল্প প্রাকৃতিক নিয়ামকের জলবায়ু প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত।

জলবায়ু বলতে তাপ, বৃষ্টিপাত, জলীয়বাষ্প, আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে। জলবায়ু প্রত্যক্ষভাবে যেমন– শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার পিছনে ভূমিকা রাখে আবার পরোক্ষভাবেও শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার পিছনে ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে নানা প্রকার শিল্প দ্রব্যের কাঁচামাল জন্মে থাকে। যেমন- বাংলাদেশের জলবায়ুতে পাট ভালো জন্মে বলে বহু পাটকল গড়ে উঠেছে।

ঘ আলোচিত পাটশিল্প কিছু অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন–

i. শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় ভূমি, কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের বেতন এবং পরিবহন ব্যবস্থার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে মূলধনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
ii. কারখানা স্থাপনের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
iii. একটি শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উপযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন বাজারের প্রয়োজন হয়।
iv. শিল্প স্থাপনের জন্য ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য।
v. বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন।
vi. শিল্পে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারি বিনিয়োগের নীতি প্রয়োজন।
vii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের অন্যতম নিয়ামক।

পাটশিল্প এরূপ বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রশ্ন ▶৯ রনি তালুকদার একজন শিল্পপতি। ব্যবসার কাজে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি লক্ষ করেন, যে দেশে যত বেশি শিল্প স্থাপিত হয়েছে সে দেশ তত বেশি উন্নত। তবে সব দেশে একই শিল্প গড়ে ওঠেনি। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিল্প স্থাপন খুবই জরুরি। ◀ *শিখনফল-৬*

ক. আদমজী পাটকল কোথায় অবস্থিত? ১
খ. সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রনি তালুকদার সব দেশে একই ধরনের শিল্প গড়ে ওঠতে দেখলেন না কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য রনি তালুকদার শিল্প স্থাপনের প্রতি জোর দিয়েছেন কেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদমজী পাটকল নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত।

খ কোনো কিছুর উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ এবং দিক নির্দেশনার মাধ্যমে ঐ বিষয়টির টেকসই উন্নয়ন করার প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বলে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ মুক্ত অর্থনৈতিক বাজারে পণ্যের বাজার ধরে রাখার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।

গ রনি তালুকদার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, সব দেশে একই ধরনের শিল্প গড়ে ওঠেনি। এর কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিচে শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

প্রাকৃতিক কারণ:

কাঁচামাল : শিল্প স্থাপনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয় কাঁচামালের। কারণ শিল্প উৎপাদন মানেই হলো কাঁচামালের রূপান্তর। যেমন- পাট, আখ, চা ইত্যাদির উৎপাদন ভালো হওয়ায় বাংলাদেশে পাট, চিনি ও চা শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

জলবায়ু : যে সব অঞ্চলে তাপমাত্রা অধিক সেখানে কারখানা সচল রাখার জন্য তাপ সহনীয় মাত্রায় রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ অধিক হয়।

শক্তি সম্পদ : শক্তি সম্পদের উপরও শিল্পের অবস্থান অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন– কয়লা খনি নিকটে হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পিটার্সবার্গ অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ

মূলধন: জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ, কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ সরবরাহ; শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

শ্রমিক: শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক আবশ্যক। যেসব স্থানে শ্রমিক সুলভ এবং মজুরি কম, সেখানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। যেমন– ঢাকায় শ্রমিকের সহজলভ্যতার কারণে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে।

বাজার: শিল্পজাতদ্রব্যের বিপণনে বাজার আবশ্যক। শীতপ্রধান দেশে (কানাডা, রাশিয়া) পশমি বস্ত্রের চাহিদা বেশি বলে সেখানে পশমি বয়ন শিল্প বেশি। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলো (শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ) কার্পাস বয়ন শিল্পে উন্নত।

পরিবহন: শিল্প-কারখানায় কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তিসম্পদ, কাঁচামাল প্রেরণে এবং বিক্রয়কেন্দ্রে বা বন্দরে শিল্পজাত দ্রব্য পাঠানোর জন্য, শ্রমিকদের আসা-যাওয়ার জন্য সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক কারণ:

রাজনৈতিক অবস্থা: অনেক ক্ষেত্রে সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশে শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন—রাশিয়ায় রাজনৈতিক কারণে (সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে।

সরকারি নীতি: সরকারি নীতির ওপর নির্ভর করে অনেক সময় শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলো সরকারি নীতির প্রভাবে গড়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, কতিপয় অনুকূল পরিবেশের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে একই জাতীয় শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়।

ঘ বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য রনি তালুকদার শিল্প স্থাপনের প্রতি জোর দিয়েছেন। কারণ তিনি লক্ষ করেছেন, যে দেশগুলো উন্নত সেগুলো শিল্পে উন্নত। বস্তুত শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে যেকোনো দেশের উন্নয়নের গতিধারার সুরক্ষা হয় এবং দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

নিচে বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনের সাথে উন্নয়নের গতিধারার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো-

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: অধিক পরিমাণ শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হলে বেকার ও স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যাবে। ফলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যা শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাঁচামালও সহজলভ্য। শিল্প স্থাপনের ফলে বিভিন্ন দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়।

কৃষকদের অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি: বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ করলে কৃষকদের কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমবে। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের যোগান সহজ হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও সাশ্রয়: শিল্পের প্রসার একদিকে যেমন রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সাহায্য করে তেমনি বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণও হ্রাস করবে।

জনমিতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন: শিল্প স্থাপনের ফলে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য সুবিধার উন্নয়ন এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ফলে জন্মহার ও মৃত্যুহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে।

সুষম উন্নয়ন: দেশে সাধারণত শিল্পকারখানাগুলো শহরাঞ্চলে গড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে যদি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করা যায় তবে গ্রামে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি: বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাই শিল্প স্থাপন হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা আরো দৃঢ় হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারা বজায় রাখা সম্ভব। এজন্য রনি তালুকদার বাংলাদেশের উন্নয়নে শিল্প স্থাপনের প্রতি জোর দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶১০ রিফাত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ঘুরে একটি বিষয় উপলব্ধি করতে পারল যে, শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে দুটি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ◀ *পিখনফল-৬*

১. প্রাকৃতিক নিয়ামক

২. অর্থনৈতিক নিয়ামক

ক. পশু পালন কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড? ১

খ. উন্নত বিশ্বের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে উদ্দীপকে বর্ণিত ১ম নিয়ামকসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে ২নং নিয়ামকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পশু পালন প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

খ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। আর উন্নত বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগের উপরে মানুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। তাই এসব দেশে শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি।

গ ১নং নিয়ামকটি শিল্প গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক নিয়ামক। রিফাত বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে উপলব্ধি করল শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে উদ্দীপকের ১নং নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো :

জলবায়ু: জলবায়ু বলতে মূলত তাপ, বৃষ্টি, জলীয়বাষ্প ও আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রভাবকে বোঝায়। অধিক তাপের কারণে উষ্ণ মন্ডলীয় দেশগুলোতে কারখানা গড়ে তোলা কঠিন, কারণ কারখানার শ্রমিকরা অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এতে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অথচ নাতিশীতোষ্ণমন্ডলীয় ও শীতপ্রধান দেশে কারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে। যেমন— বস্ত্রশিল্প স্থাপনের জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন হয়।

শক্তিসম্পদের সান্নিধ্য: শক্তিসম্পদের উপরও শিল্পের অবস্থান নির্ভরশীল। কারণ কারখানা চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শক্তিসম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সাধারণত বিভিন্ন প্রকার শিল্প গড়ে ওঠে।

কাঁচামালের সান্নিধ্য: শিল্প কারখানার জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। তাই যে স্থানে কাঁচামাল পাওয়া যায় সেই স্থানে বা তার নিকটে শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন: বাংলাদেশের রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায় বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে সেখানে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

ঘ শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে ২নং নিয়ামকসমূহের ভূমিকা অপরিহার্য। একটি অঞ্চলে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক নিয়ামকের অভাবে শিল্প গড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়। নিম্নে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হলো:

মূলধন: ভূমি ও কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের বেতন এবং পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। কোনো দেশে মূলধনের অভাব হলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

শ্রমিক সরবরাহ: কারখানায় কাজ করার জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বলে ঐ সকল দেশে অধিক শিল্প গড়ে ওঠে।

বাজারের সান্নিধ্য: শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উপযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন বাজারের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত বাজার পাওয়া না গেলে শিল্পের টিকে থাকা দুরহ হয়ে পড়ে। এজন্য বাজারের নিকটবর্তী স্থানে সাধারণত শিল্প গড়ে উঠে।

সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা: শিল্প স্থাপনের জন্য ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা অপরিহার্য। যে দেশে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও বিমানপথ যত উন্নত, সেই দেশে অধিক সংখ্যক শিল্প গড়ে ওঠে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার: শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতীত কোনো দেশেরই মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী।

সরকারি বিনিয়োগ নীতি: শিল্পে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যে কোনো দেশের সরকারকে প্রণোদনামূলক নীতি গ্রহণ করতে হয়। কোনো দেশের ঘোষিত বিনিয়োগ নীতি বিনিয়োগকারীদের যত অনুকূল হয় শিল্প স্থাপনের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায়।

স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের অন্যতম নিয়ামক। পৃথিবীর যেসব দেশসমূহে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ পায়, সেই দেশসমূহে শিল্পস্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে দেশের অর্থনীতি মজবুত হয়।

প্রশ্ন ▶১১ আলম সাহেব বন্দর নগরী চট্টগ্রামে একটি তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে তুলেছেন। অপরদিকে রশিদ সাহেব একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তুলেছেন। ◀ *পিখনফল-৫ ও ৭ [বনফুল আদিবাসী গ্রীনহার্ট কলেজ, ঢাকা; নওগাঁ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*

ক. মাঝারি শিল্প কাকে বলে? ১

খ. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. আলম সাহেব কোন ধরনের শিল্প গড়ে তুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আলম সাহেব ও রশিদ সাহেবের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্প শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে। যেমন: চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প।

খ পৃথিবীর কোনো দেশই সকল সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হয় ।
বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রটোকল মেনে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে পণ্য আমদানি এবং উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে থাকে। আর এটাকেই আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বলা হয়।

গ আলম সাহেব যে তৈরি পোশাক কারখানা গড়ে তুলেছেন তা বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত।
বৃহৎ শিল্পে ব্যাপক অবকাঠামো, প্রচুর শ্রমিক ও বিশাল মূলধনের প্রয়োজন হয়। এটি সাধারণত শহরের কাছাকাছি স্থানে গড়ে ওঠে। এ ধরনের শিল্পের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। চট্টগ্রাম নগরী একটি বাণিজ্যিক শহর হওয়ায় এখানে জনসংখ্যা বেশি। ঘনবসতিপূর্ণ এ শহরে সস্তায় প্রচুর দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহন সহজলভ্য।
পরিশেষে বলা যায়, আলম সাহেব বন্দর নগরী চট্টগ্রামে বৃহৎ শিল্প হিসেবে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা গড়ে তুলেছেন।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আলম সাহেবের বৃহৎ শিল্প তৈরি পোশাক কারখানা এবং রশিদ সাহেবের ক্ষুদ্র শিল্প ডেইরি ফার্মের গুরুত্ব অপরিসীম।
বাংলাদেশে শ্রমিক সস্তা বলে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে উৎপাদিত পোশাকের খরচ কম হয় এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় কম মূল্যে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা পর্যাপ্ত। এ পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে; এখানে প্রচুর নারী শ্রমিক সেই সাথে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।
অপরদিকে বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ডেইরি ফার্ম তথা ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় এনজিও, ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে এ ধরনের শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে। ধীরে ধীরে গ্রামীণ অসহায় শ্রেণির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এসব ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরের বাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে। এভাবে ক্ষুদ্র শিল্প অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আলম সাহেব ও রশিদ সাহেব, উভয়ের প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১২ ছাত্ররা বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থান নির্দেশ করলো। দেখা গেল এক একটি স্থানে একেকটি শিল্প প্রসিদ্ধ। *◀ শিখনফল-৭*

ক. কীসের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে? ১
খ. কেন মূলধনের অভাবে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আলোচ্য বিষয়টির আকার অনুসারে ব্যাখ্যা করে। ৩
ঘ. মানচিত্রটি বিশ্লেষণপূর্বক বর্ণনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে।

খ শিল্প স্থাপনে মূলধনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
ভূমি ও কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের বেতন এবং পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যে সকল স্থানে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে সেখানেই শিল্প গড়ে ওঠে। তাই কোনো দেশে মূলধনের অভাব হলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

গ ছাত্ররা বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থান নির্দেশ করে। শিল্পের আকার অনুসারে একে তিনভাগে ভাগ করা যায়।
i. ক্ষুদ্র শিল্প, ii. মাঝারি শিল্প, iii. বৃহৎ শিল্প
ক্ষুদ্র শিল্প: এই শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ শিল্প শ্রমিক, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে কর্মকান্ড সম্পন্ন করে থাকে। এই ধরনের শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে। যেমন– তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম ইত্যাদি।

মাঝারি শিল্প: যে শিল্প শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে মাঝারি শিল্প বলে। যেমন– রেডিও এবং টেলিভিশন কারখানা ইত্যাদি।
বৃহৎ শিল্প : এই শিল্পে ব্যাপক অবকাঠামো, প্রচুর শ্রমিক ও বিশাল মূলধনের প্রয়োজন হয়। যেমন— লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, মটোরগাড়ি, জাহাজ ও বিমান শিল্প প্রভৃতি। এখানে একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই শিল্প সাধারণত শহরের কাছাকাছি স্থানে গড়ে ওঠে।

ঘ মানচিত্রে দেখা গেল বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিল্প গড়ে ওঠে। শিল্প স্থাপনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের অনুকূল পরিবেশের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।
বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠেছে যেমন— পোশাক, সার, সিমেন্ট, কাগজ, বস্ত্র, সিরামিক, জাহাজ, চামড়া, প্রকৌশল, টেলিযোগাযোগ, ঔষধ, চা, পাট, চিনি, খাদ্য ও কৃষি পণ্যভিত্তিক বিভিন্ন শিল্পের উল্লেখ করা যায়।
বিভিন্ন ধরনের শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি ও গ্যাসের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। এভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন: আখ উৎপাদন অঞ্চল উত্তরবঙ্গে চিনি কল, সুন্দরবনে নিউজ প্রিন্ট কারখানা, ঢাকা ও চট্টগ্রামে পোশাক শিল্পকারখানা।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সোহেল ডিগ্রী পাশ করে চাকরির পিছনে না ঘুরে বাসায় কিছু করার চেষ্টা করছে। সে তার বন্ধুর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এর সাহায্যে সে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তার কারখানার খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রি করে সে প্রচুর লাভবান হয়। *◀ শিখনফল-৭*

ক. সরকারি বিনিয়োগ নীতি কী? ১
খ. বাতাস সম্পদ নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত-ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শিল্প কিভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কোনো দেশের সরকারকে প্রনোদনামূলক কিছু নীতি গ্রহন করতে হয়, এগুলোই সরকারি বিনিয়োগ নীতি।

খ যে সমস্ত দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে এবং যাদের যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ সেগুলোকে সম্পদ বলে।
অবাধ লভ্য দ্রব্য সম্পদ হিসেবে গণ্য নয়। বাতাসের উপযোগ আছে কিন্তু এর যোগান অসীম। তাই বাতাস সম্পদ নয়।

গ উদ্দীপকে স্থাপিত কারখানাটি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।
ক্ষুদ্র শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। এই শিল্পে উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি প্রধানত মালিক নিজে বা তার পরিবারের সদস্যরাই করে থাকেন। তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত। এতে কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে।
সুতরাং সোহেলের প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি ক্ষুদ্র শিল্প।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত শিল্প হলো ক্ষুদ্র শিল্প।
বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় এনজিও, ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে নানামুখী উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ অসহায় শ্রেণির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করছে। এসব ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরের বাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে।
এভাবে ক্ষুদ্র শিল্প অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶১৪ ইউনিট-১ → আমদানি বাণিজ্য ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী; ইউনিট ২ → রপ্তানি বাণিজ্য কাঁচামাল

◀ শিখনফল-৮

ক. বাংলাদেশে কয়টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে? ১
খ. ক্ষুদ্র শিল্প কী? ২
গ. বাংলাদেশের আলোকে ইউনিট-১ এর বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. উন্নয়নের সাথে ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ এর সম্পর্ক মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে।

খ যে শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয় তাই ক্ষুদ্র শিল্প। এ শিল্পে শ্রমিক ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়। এই ধরনের শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে, যেমন তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি।

গ ইউনিট-১ হচ্ছে আমদানি বাণিজ্যের পণ্য হিসেবে ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী।
বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর অবদান ব্যাপক। মূলত বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর উৎপাদন খুবই সীমিত পর্যায়ে। অথচ এ দেশবাসী অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী ব্যবহার করে। তাই এ পণ্যগুলো সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর। প্রযুক্তির এ যুগে বস্তুত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী অবশ্য প্রয়োজন। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আমদানি বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে।

ঘ ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ যথাক্রমে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য নির্দেশ করে। উন্নয়নের সাথে আমদানি ও রপ্তানি তথা বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য সমান নয়। অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং সেই সঙ্গে উন্নয়ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তবে উন্নয়ন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যবধান কমতে পারে। চীন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ এই সব দেশ থেকে বাংলাদেশ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। এটাকে বাণিজ্য ঘাটতি বলে। অন্যদিকে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সাথেও বাণিজ্যে উদ্বৃত অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির অনুপাতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ভারসাম্য বিদ্যমান। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ▶১৫ অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন একটি সেমিনারে বললেন, আমাদের চারপাশে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের সম্পদ রয়েছে। তিনি আরো বললেন, বিভিন্ন উপায়ে এসব সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়।

◀ শিখনফল-১, ২

ক. সূর্যকিরণ সম্পদ নয় কেন? ১
খ. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য কিভাবে সংঘটিত হয়? ২
গ. অমর্ত্য সেনের প্রথম উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অমর্ত্য সেনের দ্বিতীয় উক্তিটি—বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যকিরণের বিনিময় মূল্য নেই বলে এটি সম্পদ নয়।

খ পৃথিবীর কোন দেশ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রটোকল মেনে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে পণ্য আমদানি ও উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে। এভাবে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সংঘটিত হয়।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বিভিন্ন ধরনের সম্পদের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।

ঘ সম্পদ সংরক্ষণের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১৬ আজমল সাহেব একজন চিকিৎসক। তার বাবা গ্রামে কৃষিকাজ করতেন।
রানা বান্দরবানে থাকে, সেখানে সে কিছু নিয়ামকের প্রভাবে একটি শিল্প গড়ে উঠতে দেখেছে। ◀ *শিখনফল-৪, ৬*

ক. কোনটির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আকারের শিল্প গড়ে উঠে? ১
খ. মাঝারি শিল্প বলতে কি বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. আজমল সাহেব ও তার বাবার কাজ কোন শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. রানার দেখা শিল্পটি গড়ে ওঠার কারণ বর্ণনা করে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আকারের শিল্প গড়ে উঠে।

খ আকারের ভিত্তিতে শিল্প ৩ প্রকার। শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে মাঝারি শিল্প বলে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ অর্থনৈতিক কার্যাবলির শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।

ঘ শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১৭ আরিফ জাপানের শিল্পাঞ্চল পরিদর্শনের করে দেখলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিত্তিতেই একদেশ থেকে অন্য দেশে শিল্পের স্থানান্তর ঘটে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে একদেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্যের উদ্ভব হয়। ◀ *শিখনফল-৬ ও ৮*

ক. প্রয়োজনীয় বস্তুকে বলে? ১
খ. বায়ুকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলা হয় কেন? ২
গ. আরিফের দৃষ্টিতে কী কী নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে শিল্প গড়ে উঠে-ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আরিফের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমাদের দেশে শিল্প গড়ে ওঠে তবে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর এর প্রভাব কিরূপ হবে–তোমার মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রয়োজনীয় বস্তুকে সম্পদ বলে।

খ নবায়নযোগ্য সম্পদ বলতে সেই জাতীয় সম্পদকে বোঝায় যা মূলত পুনঃসংগঠনশীল।
বায়ু প্রাকৃতিক সম্পদ। এর যোগান অসীম এবং বায়ু ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যাবে না বরং এটি পুনঃসংগঠনশীল হওয়ায় বায়ুকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ শিল্প গড়ে উঠতে প্রাকৃতিক নিয়ামকের প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

ঘ প্রাকৃতিক নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে শিল্প গড়ে উঠলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর কীরূপ প্রভাব পড়বে-আলোচনা করো।

প্রশ্ন ▶১৮ আব্দুর রাজ্জাক দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করেন। তার বাড়ির কাছে একটি বিশেষ শিল্প গড়ে ওঠেছে। এটি কৃষির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। ফলে কৃষকেরা উপকৃত হচ্ছেন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানায় কোন কাঠ ব্যবহৃত হয়? ১
খ. রাঙামাটিতে কাগজ শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ উক্ত শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শিল্পটি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানায় সুন্দরবনের সুন্দরি কাঠ ব্যবহৃত হয়।

খ শিল্পকারখানার জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন। যে স্থানে কাঁচামাল পাওয়া যায় সেই স্থানে বা এর নিকটে শিল্প গড়ে ওঠে। রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায় বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এখানে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ চিনি শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করো।

ঘ চিনি শিল্প আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখে– বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶১৯ চট্টগ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের শিল্প কল কারখানা গড়ে ওঠেছে। এর মধ্যে ইপিজেড, পাটকল, বস্ত্র, সিমেন্ট, ইস্পাত ও জাহাজ শিল্প উল্লেখযোগ্য। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. বস্ত্র শিল্প স্থাপনের জন্য কোন ধরনের জলবায়ু প্রয়োজন? ১
খ. শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২
গ উদ্দীপকে উল্লেখিত শিল্পগুলো কোন শ্রেণির? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বস্ত্র শিল্প স্থাপনের জন্য আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন।

খ শিল্প স্থাপনের জন্য ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা প্রয়োজন। যে দেশে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথ উন্নত, সেই দেশে অধিকসংখ্যক শিল্প গড়ে উঠেছে। যেমন– জাপান। এজন্য শিল্প স্থাপনের নিয়ামক হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিহার্য।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বৃহৎ শিল্প ব্যাখ্যা করো।

ঘ চট্টগ্রামে শিল্প গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ▶২০ আজম সাহেব বন্দরনগরী চট্টগ্রাম একটি তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে তুলেছেন। অপরদিকে রশিদ সাহেব একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তুলেছেন। ◀ *শিখনফল-৭*

ক. মাঝারি শিল্প কাকে বলে? ১
খ. কেন বিশ্বব্যাপী জাপানি পণ্যের চাহিদা বেশি? ২
গ. আজম সাহেব কোন ধরনের শিল্প গড়ে তুলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আজম সাহেব ও রশিদ সাহেবের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে শিল্প শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে। যেমন: চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প।

খ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ব্যতীত কোনো দেশের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। জাপানি পণ্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত এবং গুণমানসম্পন্ন। তাই বিশ্বব্যাপী জাপানি পণ্যের চাহিদা বেশি।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ বৃহৎ শিল্প ব্যাখ্যা করো।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান ৩০

১. ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে কোনটি থাকে না?
ক উৎপাদন কার্য খ উপযোগিতা বৃদ্ধি
গ পণ্য পরিবহন ঘ সেবাকার্য সম্পাদন

২. ৩য় পর্যায়ের কার্যাবলিতে উৎপাদিত পণ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা হয় —
i. ব্যবসার মাধ্যমে
ii. বাণিজ্যের দ্বারা
iii. পরিবহনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করে শতকরা কত ভাগ?
ক ২০ খ ২১
গ ২২ ঘ ২৩

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
মি. রহমান একজন স্কুল শিক্ষক। স্কুলে যাওয়ার সময় তিনি রিকসা ব্যবহার করেন। রিকসাওয়ালার সাথে কথা বলে জানতে পারেন যে সে পূর্বে কৃষিকাজ করত।

৪. উদ্দীপকে আলোচিত রিকসাওয়ালার পূর্বের কাজ কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত?
ক ১ম খ ২য়
গ ৩য় ঘ ৪র্থ

৫. সময়ের উত্তরণে প্রভাবিত হয় না কোন সম্পদ?
ক প্রাকৃতিক গ্যাস খ খনিজ তেল
গ কয়লা ঘ সূর্যকিরণ

৬. সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি সম্ভব—
i. ক্লোজ সিস্টেমের মাধ্যমে
ii. সম্পদের বাছাইকরণের মাধ্যমে
iii. একটির পরিবর্তে অন্যটির গুরুত্ব অনুধাবনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. ঘনবসিতপূর্ণ দেশে শিল্প গড়ে উঠেছে কেন?
ক মূলধন পর্যাপ্ত
খ সরকারি বিনিয়োগ নীতি
গ স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা
ঘ শ্রমিক সরবরাহ

৮. সম্পদের যোগান কিরূপ হয়?
ক চাহিদা অপেক্ষা বেশি
খ চাহিদার সমান
গ চাহিদা অনুযায়ী
ঘ চাহিদা অপেক্ষা কম

৯. জলবায়ুর উপাদান —
i. তাপ
ii. বৃষ্টিপাত
iii. আর্দ্রতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. পরিবহন ব্যবস্থা ভালো বলে অধিক শিল্প গড়ে উঠেছে —
i. ঢাকায় ii. নারায়ণগঞ্জে
iii. চট্টগ্রামে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
কানাডা একটি শীতপ্রধান দেশ। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও এদেশের শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় উষ্ণমন্ডলীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। উষ্ণমন্ডলীয় দেশসমূহে কলকারখানা গড়ে তোলাও কঠিন।

১১. উদ্দীপক অনুসারে কোন নিয়ামকটি কলকারখানা গড়ে তুলতে সাহায্য করে?
ক জলবায়ু
খ মূলধন
গ শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য
ঘ শ্রমিক

১২. উদ্দীপকে আলোচিত দেশসমূহে কলকারখানা গড়ে তোলা কঠিন কারণ —
i. শ্রমিকরা অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে
ii. শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়
iii. পণ্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. বৃহৎ শিল্প স্থাপনের ফলাফল —
i. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
ii. বৈদেশিক মুদ্রা আয়
iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. উন্নত দেশের সাথে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক কেমন?
ক সম
খ অসম
গ প্রতিযোগিতাপূর্ণ
ঘ অসন্তোষজনক

১৫. বাংলাদেশ কোন পণ্য আমদানি করে?
ক পেট্রোলিয়াম খ চিংড়ি
গ চামড়া ঘ চা

১৬. অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ অপেক্ষা উন্নত দেশে বেশি থাকে —
i. শিক্ষার হার
ii. জীবনযাত্রার মান
iii. মাথাপিছু আয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. বাংলাদেশের সাথে অসম বাণিজ্য বিদ্যমান —
i. আমেরিকার
ii. চীনের
iii. ভারতের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
অর্থনীতিবিদদের মতে, পৃথিবীর কোনো দেশই প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না। এ জন্য বাংলাদেশ চীন ও ভারত থেকে আমদানি করে। এসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

১৮. বাংলাদেশ উদ্দীপকের কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে?
ক জাপান খ ভারত
গ চীন ঘ যুক্তরাষ্ট্র

১৯. উদ্দীপক অনুসারে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশের সঙ্গে যে সব দেশের অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান—
i. উন্নত দেশ
ii. উন্নয়নশীল দেশ
iii. অনুন্নত দেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. মাঝারি শিল্পে কতজন শ্রমিক থাকে?
ক অর্ধ শতাধিক খ সহস্রাধিক
গ শতাধিক ঘ সর্বোচ্চ ১০০

২১. মূলধনের অভাবে শিল্পায়নের কী সমস্যা হয়?
ক আয় কম
খ প্রতিযোগিতা বেড়ে যায়
গ রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হওয়া
ঘ প্রসার বাধাগ্রস্ত হওয়া

২২. কোন সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হতে পারে?
ক মানব ও অর্থনৈতিক
খ নবায়নযোগ্য
গ অনবায়নযোগ্য
ঘ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

২৩. জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা হয় —
i. উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা
ii. অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে
iii. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. যে সম্পদ সময়ের উত্তরণে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না—
i. কয়লা ii. আকরিক ধাতু
iii. প্রাকৃতিক গ্যাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. সংরক্ষণ ধারণার অপর নাম কী?
ক জীবন ধারণ খ জীবন-মরণ
গ জীবিকা নির্বাহ ঘ জীবনাচারণ

২৬. সম্পদ বলতে বোঝায় —
i. অভাব পূরণ করতে পারে
ii. যোগান চাহিদার তুলনায় বেশি
iii. যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. বিভিন্ন বস্তুকে পুনরায় সম্পদরূপে ব্যবহার করাকে কী বলে?
ক সাইক্লিং খ রিসাইক্লিং
গ নবায়ন ঘ রিইউজ

২৮. যেখানে প্রচুর শক্তি সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে সেখানে শিল্পের কীরূপ অবস্থান হয়?
ক কেন্দ্রবিমুখ খ কেন্দ্রীভূত
গ বিচ্ছিন্ন ঘ সংগঠিত

২৯. বস্ত্র শিল্পের জন্য কেমন জলবায়ু প্রয়োজন?
ক অধিক তাপমাত্রা খ আর্দ্র
গ শীতল ঘ মৌসুমী

৩০. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কোন ধরনের আচরণ?
ক মানবীয় খ মহাজাগতিক
গ জৈবিক ঘ অর্থনৈতিক

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

মান-৭০

১.▶ আকরাম গ্রামের শিক্ষিত ছেলে। সে একটি ডেইরি ফার্ম গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে কামাল ধনী ঘরের ছেলে। সে লোহা ও ইস্পাত শিল্প স্থাপন করেছে। তাদের উভয়ের আর্থিক অবস্থা ভালো।

ক. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত? ১

খ. শিল্পে মূলধনের প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কামালের শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আকরাম ও কামালের শিল্পের মধ্যে কোনটি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ? তোমার মতামত দাও। ৪

২.▶ জনাব তারেক চট্টগ্রামের একটি পোশাক শিল্পের মালিক। তিনি তার উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন। অপরদিকে তার বন্ধু জনাব আহাদ যশোরের একজন ফুল ব্যবসায়ী। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ফুল সরবরাহ করেন।

ক. কোন শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে? ১

খ. পণ্যের মান উন্নয়নের মাধ্যমে কীভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব? ২

গ. উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির জন্য জনাব তারেকের পর্যাপ্ত পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব তারেক ও আহাদের বাণিজ্যের ধরন কি একই রকম? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩.▶ অনিমেষ ও অতুল দুই ভাই। তারা দীঘিনালা উপজেলার বাসিন্দা। বড় ভাই অনিমেষ পাহাড়ের গায়ে নানা ধরনের সবজি ও মশলা আবাদ করেন। অপর দিকে অতুল বার জন তাঁতি নিয়ে বাড়িতেই একটি শিল্প গড়ে তুলেছেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কয় ধরনের? ১

খ. সম্পদ সংরক্ষণের উপায় কী? ২

গ. অনিমেষের কাজ কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অতুল যে ধরনের শিল্প গড়ে তুলেছেন তা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে– বিশ্লেষণ করো। ৪

৪.▶ সিরাজ মিয়া উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। তিনি চিনি কলের মালিক। তার বাড়ির সন্নিকটেই কারখানা। প্রাকৃতিক নিয়ামকের আনুকূল্যে তিনি সমস্ত সম্পদ পুঁজি করে কারখানা গড়ে তুলেছেন।

ক. বৈদিশিক বাণিজ্য কী?

খ. উন্নত বিশ্বের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি কেন?

গ. শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে সিরাজ মিয়ার অনুকূল্য পাওয়া নিয়ামকসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে সিরাজ মিয়ার পুঁজির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৫.▶ হাসনাইন সাহেব একজন সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তার পিতা একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। তার বেশ কয়েকটি বস্ত্র তৈরির কারখানা রয়েছে। হাসনাইন সাহেব তার বাবার সাথে ব্যবসায়ে যোগদানের পর প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজের গতি বেশ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের মানে উন্নয়ন ঘটতে থাকে। এক্ষেত্রে হাসনাইন সাহেবের তৈরি কিছু সফটওয়্যার মূল ভূমিকা পালন করে। মূলত হাসনাইন সাহেব ও তার বাবা দেশের উন্নতিতে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়ন খাতকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করেন।

ক. বাংলাদেশে কয় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

খ. বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. হাসনাইন সাহেব ও তার বাবার মতো শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. হাসনাইন সাহেব ও তার বাবার অনুভূত প্রয়োজনীয়তা পূরণে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে? বিশ্লেষণ করো।

৬.▶ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মুহিত রানা ঢাকায় এক সেমিনারে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ' পৃথিবীর কোনো দেশই তার প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে না। কেননা জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান সবার এক নয়। তাই প্রত্যেক দেশকেই কিছু না কিছু পণ্য আমদানি ও কিছু রপ্তানি করতে হয়। এভাবেই বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। বাংলাদেশেরও বৈদেশিক বাণিজ্য আছে। কিন্তু এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রতিকূলে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য রপ্তানির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ক. পশুপালন কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড?

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো।

গ. সেমিনারে আলোচিত বাণিজ্য কীভাবে আমাদের দেশে শিল্প প্রসারে ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অর্থনীতিবিদ মুহিত রানা কর্তৃক উল্লিখিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে প্রদত্ত দিকনির্দেশনার যথার্থতা বিচার করো।

৭.▶ রহমান সাহেব একজন দেশপ্রেমিক লোক। তিনি দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় খোঁজেন। বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে তিনি দেখলেন, আমাদের দেশের অনেক সম্পদের অপচয় হচ্ছে। তিনি মনে করেন, মানুষ একটু সচেতন হলে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ করে সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব।

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. সূর্যকিরণ ও বাতাস সম্পদ নয় কেন? ২

গ. রহমান সাহেবের দেখা সম্পদের অপচয় রোধ করার উপায় ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে রহমান সাহেবের মতের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮.▶ জনাব জাহিদ বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের তালিকা প্রণয়ন করে পাটকে ১ম, ইক্ষুকে ২য় এবং চা কে ৩য় পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন।

ক. বাণিজ্য কাকে বলে? ১

খ. অর্থকরী ফসল বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব জাহিদ যে অর্থকরী ফসলকে ১ম পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ২য় ও ৩য় পর্যায়ের অর্থকরী ফসলের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোনটির অবদান উল্লেখযোগ্য? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯.▶ নাজিম উদ্দিন একজন মৎস্যজীবী। তার তিন ছেলে মেয়ে। প্রথম ছেলে রফিক একজন ব্যবসায়ী ও দ্বিতীয় জন শফিক একজন কামার এবং মেয়ে সালমা একজন শিক্ষিকা।

ক. স্থূল মৃত্যুহার কাকে বলে? ১

খ. বলপূর্বক অভিগমন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রফিক ও সালমার কাজের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাজিম উদ্দিন এবং শফিকের কাজ কী একই পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি? বিশ্লেষণ করো। ৪

১০.▶ সাকিব শহরের অদূরে একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। তার বন্ধু শাফিন গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. সম্পদ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সাকিবের খামারটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাফিনের প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অর্থনৈতিক অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

১১.▶ তাকিহিতো একজন জাপানি শিল্পপতি। তিনি বাংলাদেশের শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। তিনি ঢাকার সাভার, আশুলিয়ার ইপিজেড ঘুরে বেড়ান এবং ব্যাপক শিল্প গড়ে উঠেছে দেখে মুগ্ধ হন। তাছাড়া এদেশের জলবায়ু তাকে শিল্পস্থাপনে উৎসাহী করে তুলেছে।

ক. জলবায়ু কাকে বলে? ১

খ. শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান নিয়ামক দুটির পরিচয় দাও। ২

গ. তাকিহিতোর এদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাকিহিতো কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন বলে তুমি মনে করো? পঠিত বিষয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	ক	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ক	৫	গ	৬	খ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ	২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ক